**7.** **Champa’s Fight Against Gender-Based Violence**

Champa Rani is the youngest among her five other siblings. Her parents were hardworking people who tried to ensure financial security in their family. However, it was not enough for the big family. As her parents struggled to provide for everyone, it put Champa at risk of early and forced and marriage. While the family was going through financial hardship, Champa’s uncle and aunt proposed to her parents to marry her off with their eldest son. Given that consanguine marriage is very common in rural Bangladesh, her parents agreed to the proposal.

চম্পা রানি তার পাঁচ ভাই বোনের মাঝে সবচেয়ে ছোট।তার বাবা মা খুবই কর্মঠ মানুষ ছিলেন যারা আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।তবে,এটা পর্যাপ্ত ছিলনা এই বড় পরিবারের জন্যে।সেই হিসেবে তার বাবা মা তাদের সবার জন্য সমানভাবে সব করতে পারছিলনা,যার ফলে চাম্পাকে তাড়াতাড়ি বিয়ের ঝুঁকিতে পড়তে হয়।যখন তাদের পরিবার আর্থিক সংকটে ভুগছিল তখন চম্পার চাচা এবং চাচী তাদের বড় ছেলের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।এইরকম বিয়ে গ্রামে খুবই সাধারণ হওয়ায় তার বাবা মা প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান।

Champa’s father also agreed to pay 80,000 BDT in installments – also known as dowry. He thought of this as a good opportunity to reduce the financial burden from his family, as he would not have to provide for Champa in the coming years. Besides, he was promised that Champa would be treated well, as the new in-laws did not have any daughters. This further ensured him that his daughter would be living a secure life.

চম্পার বাবা আশি হাজার টাকা কিস্তিতে দিতে রাজি হন যা যৌতুক নামেও পরিচিত।তিনি ভেবেছেন এটি তার জন্যে আর্থিক বোঝা কমানোর একটি ভালো সুযোগ,কেননা তার ফলে আগামী বছর গুলোতে তাকে চম্পার জন্যে কোন কিছু করতে হবেনা।এছাড়া তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে চম্পার সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা, কারণ নতুন শ্বশুরবাড়িতে কোন মেয়ে নেই। এটা তাকে আরও নিশ্চিত করে যে তার মেয়ে একটি নিরাপদ জীবন যাপন করবে।

Champa had very little idea of what was happening. When she went to visit one of her relatives, her aunt saw her and forcibly took her. Later that day she was forced to marry her cousin. Though her father was present, he remained silent the entire time. Being a poor girl at the age of 12, Champa had no opinion about her own marriage.

চম্পার খুব সামান্য ধারণা ছিল কি ঘটে চলছে।যখন সে তার এক আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যায়,তখন তার আন্টি তাকে দেখে এবং জোর করে তাকে অন্যত্র নিয়ে যায়।সেদিনই তার চাচাতো ভাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সে। যদিও তার বাবা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, কিন্তু তিনি পুরোটা সময় চুপ করেই ছিলেন|১২ বছর বয়সের দরিদ্র মেয়ে চম্পার নিজের বিয়ের উপর কোন মতামত ছিল না।

The first year went well in her new home. But slowly, things started to turn against her. Her rickshaw-puller husband earnt little money and was also in debt. So, he took advantage of the dowry transaction and forced Champa to bring money from her father. If there were any delay in paying the installments, he would torture her both physically and mentally. During that time, she also became pregnant. Nobody took care of her during the pregnancy nor after giving the birth. Even though Champa managed to give birth to a beautiful daughter, she was unable to breastfeed due to malnutrition.

তার নতুন বাড়িতে প্রথম বছর ভালোই কেটে গিয়েছে।কিন্তু তার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে তার বিরুদ্ধে।তার স্বামী রিকশাওয়ালা এবং সামান্য উপার্জনের মাঝেও অনেক ঋণ এর মাঝে ছিল।সেইজন্যেই স্বামী যৌতুকের উপর জোর দেন এবং চাম্পাকে তার বাবার কাছ টাকা আনতে বাধ্য করেন।যদি যৌতুক সঠিক সময়ে না পেতো তখন চাম্পাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো।তখন আবার চম্পা গর্ভবতী হয়ে যায়।গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর কেউ তার যত্ন নেয়নি। চম্পা একটি সুন্দরী কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরও অপুষ্টির কারণে সে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেনি ঠিক মত।

In the meantime, IMAGE Plus project started working in Botlagari Union where she lived. Her protesting spirit led her to attend sessions related to gender-based violence, where she realised how unfair her life has been. An episode of violence had Champa’s eyes get severely injured, after which she decided to take legal steps against her abusive husband. With help from IMAGE Plus and the Union Parishod, she put an end to her traumatic marriage. On that very day, she left her husband and went back to living at her parents’ house. Champa’s husband faced a lot of pressure from the court, and ended up apologising to Champa. He also asked her to withdraw the case. Learning from past experience as well as from the Family Club meetings, she remained firm in her decision.

তারিমধ্যে, ইমেজ প্লাস প্রকল্প বটলাগারি ইউনিয়নে কাজ শুরু করে যেখানে চম্পার বাস ।চম্পার প্রতিবাদী চেতনা তাকে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এক সেশনে যুগ দিতে সাহায্য করে ,যেখানে সে তার উপর করা অন্যায় বুঝতে পারে।সহিংসতার একটি পর্বে চম্পার চোখ গুরুতরভাবে আহত হয়, এরপর তিনি তার নির্যাতিত স্বামীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।তারপর ইমেজ প্লাস এবং ইউনিয়ন পরিষদের সাহায্যে তার বৈবাহিক জীবনের সমাপ্তি ঘটায়।সেদিনই চম্পা তার স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়িতে ফিরে যান। চম্পার স্বামী আদালতের প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয় তখন এবং শেষ পর্যন্ত চম্পার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।স্বামী তাকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা এবং ফ্যামিলি ক্লাবের মিটিং থেকে, চম্পা তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন।

Champa now knows that hundreds of thousands girls face similar kinds of violence every day and everywhere in the country. She is thankful to IMAGE Plus project for their help and support in reshaping her attitudes towards gender-based violence. She requested to share one simple message to everyone– “Each and every girl should protest against gender-based violence.”

চম্পা এখন জেনে গিয়েছে যে দেশের সর্বত্রই প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মেয়ে এই ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হচ্ছে। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি তার মনোভাব পুনর্গঠনে তাদের সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য সে ইমেজ প্লাস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ। সে সবাইকে একটি সহজ বার্তা শেয়ার করার অনুরোধ জানিয়েছেন তা হল- "প্রতিটি মেয়ের লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত।"

Image caption: *Champa explored her strength of fighting back against violence.*

ছবির শিরোনাম: চম্পা লড়াই চালিয়েছে সহিংসতার বিরুদ্ধে যাঁর ফলে সে তার নিজের শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে।

Summary Text: Champa now knows that hundreds of thousands girls face similar kinds of violence every day and everywhere in the country. She is thankful to IMAGE Plus project for their help and support in reshaping her attitudes towards gender-based violence.

সারসংক্ষেপ লিখা: চম্পা এখন জানে যে লক্ষ লক্ষ মেয়ে প্রতিদিন এবং দেশের সর্বত্র একই ধরনের সহিংসতার সম্মুখীন হয়। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার প্রতি তার মনোভাব পুনর্গঠনে তাদের সাহায্য এবং সমর্থনের জন্য তিনি ইমেজ প্লাস প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ।